কাল থেকে

ভালো হয়ে যাও

মাহিন মাহমুদ

কাল থেকে

ভালো হয়ে যাব

মাহিন মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

কাল থেকে ভালো হয়ে যাব

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব : মো: রাকিবুল হাসান খান
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
পরিবেশক :
ISBN : 978-984-8012-83-3
Web : maktabatulhasan.com
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com
fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ৪৮০/- টাকা মাত্র

Kal Theke Valo Hoye Jabo
By Mahin Mahmud
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh
©
সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

অর্পণ

বইটি লেখার প্রায় শেষ পর্যায়ে হঠাৎ আমার জীবনে এক চরম হতাশাজনক ঘটনা ঘটল। আমার প্রাণপ্রিয় মা চলে গেলেন আল্লাহর কাছে। আমরা সাত ভাইবোন যেন দুঃখের এক অকূল সাগরে পড়ে গেলাম। সবকিছু কেমন যেন স্থবির হয়ে গেল। আমাদের পুরো পৃথিবী যেন ডুবে গেল নিকষ আঁধারে।

মহান রবের কাছে নিবেদন, আল্লাহ যেন আমাদের মাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নেন। প্রিয় বাবার ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘায়ত করেন। ক্ষমা করে দেন, আমাদের সাত ভাইবোন-সহ পরিবারের সবাইকে।

সূচিপত্র

কাল থেকে ভালো হয়ে যাব	১১
নো মাস্ক, নো এন্ট্রি	১৫
প্যারালাইজড ঈমান	১৯
বকবকে আঙ্কেল	২৩
একটু ঠান্ডা মাথায় হিসাব করুন তো!	২৬
হুজুররাই ঠিক নাই, আমরা আর কী ঠিক হব	৩১
ঈশ্বরের হাত	৩৩
আমার একটা ছোট জান্নাত হলেই হবে	৩৫
ভয় এবং আশা	৩৭
দ্বীন মেনে চলা কি সত্যিই কঠিন?	৩৯
অশান্তি ছেড়ে প্রশান্তির দিকে	৪৪
রেজামান্দি	৪৬
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান	৪৭
টান	৫০
ন্যায়পরায়ণ	৫৩
তিনি আমাদের কাছে কী চান?	৫৪
কাকে ফাঁকি দিচ্ছি?	৫৯
প্রিয় আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন বন্ধু!	৬১
জাহান্নামের কঠিন স্টেশন	৬৩
এ কেমন ভিক্ষুক!	৬৪
কখনো কি এভাবে সালাত আদায় করেছি?	৬৭
তিন সমস্যার এক সমাধান	৬৯
চির হতভাগ্য	৭১
শয়তানও আমার জন্য আফসোস করবে	৭৪
ভাবনার আয়না	৭৬
কুরআনের অসিলায়	৭৮

দোকানের নাম জুনায়েদ জামশেদ ৮০
তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ ৮২
বাইরে শেরোয়ানি ভেতরে পেরেশানি ৮৫
কে আমার রব! ৮৮
পুলিশের টাকায় গোশত-পরোটা ৯১
তখন কি তাকদিরের ভরসায় বসে থাকবেন? ৯৪
ব্যক্তিস্বাধীনতা : এক ভয়ানক শব্দসন্ত্রাস ৯৫
মনের পর্দাই বড় পর্দা ৯৮
মানুষ ঠিক করার মেশিন ১০১
একটু ভাবলেই বুঝতে পারব ১০৬
মিস্টার পারফেকশনিস্ট ১০৯
দোয়েল পাখির জীবন ১১১
কী অবাক পৃথিবী ১১৩
হৃদয়ে লেগেছে রং ১১৪
প্রেমে পড়েছেন কখনো? ১১৫
ইন এ রিলেশনশিপ ১১৭
আল্লাহর ফায়সালাই উত্তম ফায়সালা ১১৮
মনের খবর বুঝতে পারেন একজনই ১২১
অন্ধ ভালোবাসা ১২৩
নাফরমানি ছেড়ে দিলেই তো হয়! ১২৫
চাইতে হবে চাওয়ার মতো ১২৭
গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না ১২৯
তারুণ্যের আইডল ১৩০
সফলতার গল্প ১৩৩
মসজিদের কান্না ১৩৫
হেরে যাচ্ছি আমি, জিতে যাচ্ছে শয়তান ১৩৭
সিসি ক্যামেরা ১৩৯
ধরা খাওয়ার আগে ১৪২
বেঁচে গেলেই ভুলে যাই ১৪৫
অপমৃত্যু ১৪৯
নাটাইয়ের টান ১৫১

বিশ্বাসের নিশ্বাস নাই ১৫৩
হুজুর হয়ে এই কাজটা করল! ১৫৪
ভণ্ডপীরদের ভক্ত বৃদ্ধির রহস্যটা কী? ১৫৭
শিশু নির্যাতন : এক চরম নিমকহারামি ১৫৯
বাসা কিন্তু পালটাতেই হবে ১৬২
চায়ের কাপ ১৬৪
নির্বোধ জীবন ১৬৬
পাকাচুল সমাচার ১৬৮
অদ্ভুত সাইনবোর্ড! ১৭০
'প' আদ্যাক্ষরের এক অভিনেত্রী ১৭২
ধোঁকাবাজ দুনিয়াটা এমনই ১৭৫
জাদুর টাকা ১৭৬
ট্রেনের টিকেট ১৭৮
খুন করার আগে খুনির মৃত্যু ১৮০
আল্লাহর দান বিরিয়ানি ১৮৩
দুর্গন্ধের উৎস ১৮৫
ঠকবাজ-চালবাজ ১৮৬
সুইসাইড নোট ১৯২
কেন বঞ্চিত থাকব? ১৯৫
মন জয় করার সহজ অস্ত্র ১৯৭
মতবিরোধ কি অমঙ্গলজনক? ২০১
এমনটা আপনারও হতে পারত ২০৩
হুজুর, নামাজ কবে? ২০৫
কলেজ-ভার্সিটিপড়ুয়ারা কি দ্বীন থেকে দূরে? ২০৭
আয়নাতে কার মুখ দেখব ২০৯
লাইক-কমেন্টনির্ভর জীবন ২১০
অভ্যাসই মানুষের দাস ২১১
আফসোসটা অন্তত করি! ২১৭
প্রবাসী ভাইদের বলছি ২১৯
বিড়াল দাদু ২২২
পথের বন্ধু ২২৩

টাকাটা ভাংতি হবে? ২২৬
উপকারী জনপদ ২২৭
একরামি বিয়ে! ২৩১
ইমাম সাহেবের মোটর সাইকেল ২৩৪
নিজেকে রাঙাব ইসলামি রঙে ২৩৭
কে আমার বাবা? ২৩৮
একদিন আমার দোষও প্রকাশ হবে ২৪০
আমি কেমন মুসলমান? ২৪৩
অন্যকে ক্ষমা করুন ২৪৫
পালটে ফেলি চিন্তাটা ২৪৭
সেলিব্রিটি ২৫০
ছেলে আমার অভিনেতা ২৫৪
ইঞ্জেকশনের সুঁই ২৫৭
পানির ট্যাংক ২৫৯
হৃদয়ে মা জননী ২৬১
প্রিয় বাইকার, লেখাটি আপনার জন্য ২৬৯
ভয়েস অব গুলিস্তান ২৭১
ইনসাফগার রিকশাওয়ালা ২৭৩
সুস্থ থাকার নিরাপদ টিপস ২৭৭
তাহাজ্জুদের মজা ২৭৯
সচ্ছলতার সংজ্ঞা কী? ২৮০
স্ক্রু লাগানো হাত ২৮৬
একটি দুর্ঘটনা তিনজন ক্ষতিগ্রস্ত ২৮৭
কষ্ট করার নাম ইসলাম না, হুকুম মানার নাম ইসলাম ২৮৯
এসো আমরা মোমের মতো বাঁচি ২৯১
মানবতার দেয়াল ২৯৩
তালা-চাবি প্রেম ২৯৫
হিংসায় ধ্বংস, অহিংসায় বরকত ২৯৭
দ্বীন না থাকলে যা হয় ২৯৯
ভালো হয়ে যাও মাসুদ ৩০২

কাল থেকে ভালো হয়ে যাব

শয়তান আমাদের একটা বিপজ্জনক ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে। এ ধোঁকার নাম—'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব'।

যদি বলা হয়—

: ভাই, কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না! মসজিদে আজান হচ্ছে, অথচ আপনি ফেসবুক নিয়ে বসে আছেন? চলেন না ভাই মসজিদে!

: হুজুর, আপনি যান আমার কাপড়চোপড় ঠিক নাই।

: এটা কোনো সমস্যা না। চলেন, বাসা থেকে পাক-পবিত্র কাপড় পরে নেবেন!

: না, ইয়ে মানে... আজকে না। দোয়া কইরেন। কাল থেকে ভালো হয়ে যাব। সব ছেড়েছুড়ে মসজিদেই পড়ে থাকব।

যদি বলা হয়—

: ভাই, মিথ্যা বলে ব্যবসা করা ঠিক না। মিথ্যা বলা মহাপাপ!

: কী করব বলেন? সত্য বললে তো লাভ বেশি করা যায় না। তাই একটু-আধটু মিথ্যা বলে নিচ্ছি। তবে কথা দিচ্ছি, কাল থেকে ভালো হয়ে যাব। এইসব ধোঁকাবাজি আর করব না।

যদি বলা হয়—

: ও ভাই, এবার অফ যান না। সুদ-ঘুষের ইনকাম আর কত? হালাল পথে চলেন না!

: হুজুর, দোয়া কইরেন। পাঁচতলাটা মাত্রই কমপ্লিট হলো। সামনের মাসে আরেকটা প্লট বুকিং দিতেছি। এরপর থেকেই!... সত্যি বলছি এরপর থেকে আমাকে আর এই লাইনে পাবেন না। একদম ভালো হয়ে যাব, দেইখেন!

কখনো কখনো নিজের বিবেককেই নিজে ধোঁকা দিতে থাকি—

: ইউটিউবে হারাম জিনিস আর দেখব না। কাল থেকে আর একবারও পর্ন সাইটে ঢুকব না। ফেসবুকে আর মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটিং করব না।

বেগানা মেয়েদের ছবি পেলেই জুম করে তাকিয়ে থাকব না। তাদের নিয়ে খারাপ কল্পনা করব না। তাদেরকে 'ইমপ্রেস' করার জন্য গল্প-কবিতা লিখব না। তাদের একটু সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় বইমেলায় ঘুরঘুর করব না।

: অযথা কোনো মেয়েকে ইনবক্সে বিরক্ত করব না। তাদের দুর্বলতাকে অসহায়ত্ব ভেবে 'সুযোগ' নেব না। হারাম রিলেশনে জড়াব না। যেটাতে জড়িয়েছি সেটাতেও আর কয়েক দিনই শুধু। এরপর ব্রেকাপ করে দিয়ে একদম ভালো হয়ে যাব, আর জীবনেও ওই পথ মাড়াব না।

প্রতিদিনই এসব বলছি। অথচ পরদিনই সব ভুলে যাচ্ছি।

বাচ্চারা চকলেটের জন্য কান্নাকাটি করে। ৫০০ টাকার নোট দিলেও সেই কান্না থামে না। চকলেটই তার চাই। কারণ, সে ৫০০ টাকার মূল্য বোঝে না। অথচ একটা ৫০০ টাকা দিয়ে কত কত চকলেটই না সে কিনতে পারত!

আমিও যেন আজ দুনিয়ার সামান্য 'চকলেট' এর জন্য আখেরাতের সুবিশাল নেয়ামত হাতছাড়া করতে রীতিমতো কান্না জুড়ে দিয়েছি।

কবরের আজাব থেকে মুক্তি? চাই না।

হাশরের ময়দানে আরশের ছায়া? চাই না।

পুলসিরাতের পথ সহজ হওয়া? চাই না।

বিনা হিসাবে জান্নাত? চাই না।

মহামহীয়ান আল্লাহর দিদার? চাই না।

যত যা-ই বলুন, একমাত্র দুনিয়াই আমার চাই! সব ভেসে যাক। গোল্লায় যাক আখেরাত। তবুও দোকান ছেড়ে জোহরে যাওয়া—চলবে না।

ঘুম ছেড়ে ফজরে যাওয়া—ইম্পসিবল!

বন্ধুদের আড্ডা ছেড়ে আছর-মাগরিব—হতেই পারে না!

সারা দিন কাজ করেছি—রাত হয়েছে—এখন ঘুমোতে হবে—এশা পড়া তো সম্ভবই না!

দুনিয়ার যৎসামান্য 'চকলেট' পাওয়ার আনন্দ আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। একেবারে বাচ্চাদের মতো হয়ে গেছি। যতই বোঝানো হোক—

দুনিয়ার সবকিছু শুধুই নমুনা। আখেরাতে আছে 'খাজানা'; আমরা বুঝতেই চাচ্ছি না!

দুনিয়ার সামান্য 'নমুনা'র প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছি। লোভে চকচক করছে চোখ! নিজেকে ভাসিয়ে দিচ্ছি কামনার আগুনে। উঠতি বয়সি তরুণ বলেন, অথবা থুত্থুরে বুড়ো! কেউ থেমে নেই।

সুন্দরী একটা মেয়ে একটু হেসে কথা বলেছে কিংবা চোখ তুলে তাকিয়েছে! অথবা, ফেসবুকে-মেসেঞ্জারে নক করেছে! ব্যস, সেই মেয়ের প্রেমে যেন পড়তেই হবে। আসল না নকল, যাচাই করারও সময় নেই।

প্রিয় ভাই, নমুনাকে ছাড়ুন! যার হাতে পুরো খাজানা, তাঁর প্রেমে পড়ুন!

বাদশাহর সেই কালো বাঁদিটির কথা কি ভুলে গেছেন! যাকে কিনা বাদশাহ খুব বেশি পছন্দ করতেন। অথচ সুন্দরী-সুশ্রী, আনত নয়না অন্যান্য অনেক বাঁদি ছিল। তাদের দিকে বাদশাহর তেমন গুরুত্বই ছিল না।

আমাদের সুন্দরী বোনেরা তো ভেবেই নিয়েছেন—ছেলেরা তাদের দিকে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে থাকবে। না তাকালে তারা অপমানিত হন। বোনেরা বুঝতেই চান না; আল্লাহভীরু যুবকদের কাছে রূপের চেয়ে গুণের কদরই বেশি!

বাদশাহর সুন্দরী বাঁদিরাও অপমানিত হতো। তাদের গা জ্বলে যেত। একদিন তো বলেই বসল—'আচ্ছা মহামান্য বাদশাহ, একটা কথা জানতে পারি?'

'অবশ্যই পারো।'

'আমরা এত রূপবতী বাঁদি আপনার। অথচ...!'

কথা শেষ করার আগেই বাদশাহ ওদের থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা কী বলতে চাও। কালোটাকে কেন এত পছন্দ করি, এই তো?'

'জি, মহারাজ!'

'এই প্রশ্নের উত্তর পাবে আগামীকাল। সকালবেলা আমার ধনভান্ডার কিছু সময়ের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এই সময় হিরা, জহরত, মণিমুক্তা যে যেটা ধরবে সেটাই তার হয়ে যাবে।'

সকাল হলো। খুলে দেওয়া হলো ধনভান্ডারের দরজা। সুন্দরী বাঁদিরা ছুটে গিয়ে দামি দামি সোনার হার, হিরা খচিত অলংকার—যে যেটা পারল নিয়ে নিলো। শুধু একজন, সেই কালো বাঁদিটা, সে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল বাদশাহর সিংহাসনের পেছনে।

সুন্দরীরা হাসতে লাগল তার এই বোকামি দেখে। ঠোঁট উলটে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল, 'এই বোকার হদ্দটাকে বাদশাহ এত পছন্দ করেন কেন কে জানে! বোকাটা এত সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হিরা-জহরতের কিছুই নিলো না!'

বাদশাহ তো সবই জানেন, তারপরও কালো বাঁদিটিকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ঘোষণাটি শোনোনি?'

'জি, শুনেছি।'

'তাহলে? কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছ? মণিমুক্তা, সোনা-গহনা নিচ্ছ না কেন? জানোই তো, যে যেটা ধরবে সেটাই তার হয়ে যাবে!'

'বাদশাহ নামদার, আমি তো ধরেছিই।'

'কী?'

'সিংহাসনে বসা বাদশাহকে। স্বয়ং বাদশাহই যদি আমার হয়ে যায়, আমার কি আর কিছু ধরার প্রয়োজন আছে?'

কালো বাঁদির কথা শুনে 'ধলাগুলো' হাঁ হয়ে গেল।

কালো একটা বাঁদি, দেখতে সুন্দর না অথচ কতটা বিচক্ষণ! বুঝতে পেরেছিল 'খাজানা'র মূল্য। আমরাই শুধু বুঝলাম না। অথবা বুঝি, কিন্তু বুঝটাকে কাজে লাগাতে লাগাতে সবকিছু হারিয়ে বসতে যাচ্ছি, নিচের গল্পের এই অফিসারটির মতো—

এক অফিসার তার সব কাজ চাকরবাকর দিয়ে করাতেন। যত অল্প কাজই হোক, নিজে করতে চাইতেন না। একদিন সকালবেলা। মাত্রই ঘুম থেকে উঠেছেন। উঠেই দেখেন তার ঘরে বানর ঢুকেছে। ঢুকেই ক্ষান্ত হয়নি, জিনিসপত্র লুটপাট শুরু করে দিয়েছে।

এক বানর স্যুট নিয়ে চলে যাচ্ছে তো আরেক বানর রওনা হচ্ছে পাজামা নিয়ে।... মাথার হ্যাট নিয়ে ভেগে যাচ্ছে এক বানর তো পায়ের

জুতা নিয়ে হাওয়া হচ্ছে অন্য আরেকটি। ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে শুয়েই চিৎকার করছিলেন, 'এখানে কি কোনো মানুষজন নেই? বানরগুলো তাড়িয়ে দিতে পারে না!'

চেঁচামেচি শুনে ভদ্রলোকের এক বন্ধু ছুটে এসে বললেন, 'মানুষ মানুষ বলে এত চেঁচাচ্ছ কেন, তুমি কি মানুষ নও? তুমিও তো তাড়াতে পারতে! এত অলস হলে কি চলবে?'

বন্ধুর কথা শুনে ভদ্রলোকের সংবিৎ ফিরে এলো। দৌড়ে গেলেন বানর তাড়াতে। ততক্ষণে বেচারার জামা-পাজামা নিয়ে বানরগুলো ভেগে গেছে।

'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব' বলে এই যে অলসতায় ডুবে আছি! না জানি মৃত্যুর আগমুহূর্তে শয়তান আমার ঈমান নিয়ে ভেগে যায় কি না। প্রিয় ভাই! জামা-কাপড় চুরি হলে তো নতুন করে কেনা যায়। ঈমান চুরি হয়ে গেলে পরিস্থিতি কী হবে একবারও কি চিন্তা করেছি?

নো মাস্ক, নো এন্ট্রি

এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে অবাক হলাম। ওয়েডিং সেন্টার না, যেন অপচয়ের রামরাজ্য! চারিদিকে ফুল আর ঝাড়বাতির ছড়াছড়ি। স্টেজেই মনে হয় কয়েক লাখ টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে। তার ওপর চলছিল নানান হিন্দুয়ানি কর্মকাণ্ড। কনেকে ঘিরে উঠতি যুবকেরা ফটোসেশন করছে।

একটাকে দেখলাম, বরের মুকুট মাথায় দিয়ে কনের গা ঘেঁষে বসে আছে! কনেকে জড়িয়ে ধরে সেলফি তুলছে! যেন সে-ই বর। আর তার পাশে সেজেগুজে বসা মেয়েটি তারই বউ! বন্ধুকে বললাম, 'এসব কী?'

'কোন সব?'

'তোর বউকে অন্যরা ভাগাভাগি করে নিয়ে যাচ্ছে, তোর খারাপ লাগছে না?'

বন্ধুটি আমার দিকে দুরকম দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। প্রথমে বিরক্তির দৃষ্টিতে, পরে কটাক্ষ হেনে। শুধু তাকিয়েই ক্ষান্ত হলো না; বলেও ফেলল, 'ওই সব